চৈতন্যের স্বরূপ বিষয়ে ন্যায় ও অদ্বৈতমতের তুলনামূলক আলোচনা

সুধাময়ী কুমার
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, সোনামুখী কলেজ
সোনামুখী, বাঁকুড়া।

সারসংক্ষেপ: **ভার**তীয় দর্শনের অন্যতম একটি সমস্যা হল, চৈতন্য বা জ্ঞান আত্মধর্ম না আত্মস্বরূপ–এবিষয়ে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায় গুলির মধ্যে যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাদের মধ্যে ন্যায় ও অদ্বৈত বেদান্তের মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ন্যায় মতে, চৈতন্য বা জ্ঞান বা বুদ্ধি হল আত্মার ধর্ম বা গুণ। মহর্ষি গৌতম তাঁর

'নেন্দ্রিয়ার্থয়োস্তদ্বিনাশেহপি জ্ঞানাবস্থানাৎ' -

এই ন্যায়সূত্র থেকে 'পরিশেষাদ্–যথোক্তহেতুপপকেশ্চ' এই সুত্রে এবং ভাষ্যকার বাৎসায়ন সুত্রগুলির ভাষ্যে আত্মার জ্ঞান, গুণত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অন্যদিকে অদ্বৈতবেদান্তীর মতে, আত্মা চৈতন্যস্বরূপ। ভগবান শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে 'জ্ঞোহতএব' এই সূত্রের (২/৩/১৮) ভাষ্য রচনা প্রসঙ্গে নৈয়ায়িদেব মত খণ্ডনপূর্বক স্বকীয় নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে দুই মতের সবিচার তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

মূলশব্দ: আত্মর লিঙ্গ, জ্ঞানগুণাধার, বুদ্ধির অনিত্যত্ব, ধারাবাহিক জ্ঞান, নিত্যজ্ঞানস্বরূপত্ব, অন্তকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, অন্তকরণোপহিত চৈতন্য।

ভারতীয় দর্শনে চৈতন্য কি আত্মগুণ না আত্মস্বরূপ এ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতবৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। যেমন চার্বাক দার্শনিকগণ বলেন জ্ঞান গুণের আশ্রয় রূপে আত্মা বলে কোন দ্রব্য স্বীকারের প্রয়োজন নেই, শরীরই জ্ঞানের আশ্রয়। কাজেই শরীরই আত্মা। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে, চৈতন্য বা জ্ঞানের ক্ষনিক, প্রত্যেক জ্ঞানই স্বপ্রকাশ। আর্থাৎ নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে, তখন 'স্ব' বা অহং রূপেই প্রকাশ করে। এই অহং আকারের জ্ঞানকে বলা হয় আলয় বিজ্ঞান। আলয় বিজ্ঞানের ধারা বা প্রবাহই হচ্ছে আত্মা। ন্যায়াদি দর্শনে চৈতন্য বা জ্ঞান হল আত্মার গুণ, কিন্তু অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে চৈতন্য বা জ্ঞান হল আত্মার স্বরূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উক্ত স্থলে চৈতন্য, জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদিকে একই অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে, মহর্ষি গৌতমও তাঁর ' ন্যায়সূত্র' গ্রন্থের ১/১/১৫ সংখ্যক সূত্রে বলেছেন–

"বুদ্ধিরুপলব্ধিঃ জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্" - ন্যায়সূত্র, ১/১/১৫।

অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি অভিন্নার্থক। এ সূত্রে মহর্ষি কিছু পর্যায়শব্দ ব্যবহার করেই জ্ঞানের লক্ষণ দিয়েছেন। বুদ্ধি, উপলব্ধি, প্রতীতি, চৈতন্য, বোধ, সম্বিৎ, চেতনা

প্রভৃতি সমস্তই হল জ্ঞানের পর্যায় শব্দ। যাইহোক, এই জ্ঞান ন্যায় মতে আত্মার ধর্ম বা গুণ। এই প্রবন্ধে আমি কেবল ন্যায় ও বেদান্ত দর্শন সম্মত জীবাত্মার সঙ্গে চৈতন্য বা জ্ঞানের সম্বন্ধ যথাসাধ্য আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

ন্যায় দর্শনে আত্মার পরিচয় প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থে বলেছেন,

"ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্।" – ন্যায়সূত্র, ১/১/১০/

উক্ত সূত্রোক্ত 'লিঙ্গ' শব্দটি অর্থ প্রসঙ্গে নৈয়ায়িক গনের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ভাষ্যকার বাৎসায়ন 'লিঙ্গ' শব্দটির অর্থ করেছেন, 'অনুমাপক' কিন্তু বৃত্তিকার বিশ্বনাথ 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ করেছেন, 'লক্ষণ' অর্থাৎ 'অসাধারণ ধর্ম'। ভাষ্যকারের মত অবলম্বন করে বলা যায় যে, 'ন্যায়দর্শনের পরম প্রয়োজন অপবর্গ জীবাত্মারই পরম পুরুষার্থ। সুতরাং প্রমেয় পদার্থের মধ্যে জীবাত্মাই প্রধান। তাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রথমে জীবাত্মারই উল্লেখ করে জীবাত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদক লিঙ্গ-এর কথা বলেছেন। তদ্ শব্দের দ্বারা তাঁর মতে জীবাত্মাই লক্ষণও সূচিত হয়েছে। কারণ, তাঁর মতে সূত্রোক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি জীবাত্মারই বিশেষ গুণ। অন্যদিকে 'বৃত্তিকার বিশ্বনাথ গৌতমের সূত্রোক্ত 'লিঙ্গ' শব্দ গ্রহণ করে বলেছেন যে, ইচ্ছা প্রভৃতি এই সমস্ত গুণ আত্মার লক্ষণ। তন্মধ্যে ইচ্ছা, প্রযত্ন ও জ্ঞান-জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়েরই লক্ষণ এবং দ্বেষ, সুখ ও দুঃখ কেবল জীবাত্মার লক্ষণ। কেননা এই গুণ গুলি কেবল জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ে অথবা কেবল জীবাত্মায় উৎপন্ন হয়। তাই এই গুণগুলি জীবাত্মা অথবা পরমাত্মার অসাধারণ ধর্ম, অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ পদবাচ্য। এই অভিপ্রায়ে কেশব মিশ্র তাঁর 'তর্কভাষা' গ্রন্থে বলেছেন,

"লক্ষণং তু অসাধারণধর্মবচনম্"৩

"লিঙ্গ' শব্দের যে অর্থই গ্রহন করা হোক না কেন জ্ঞানা বা চৈতন্য বা বুদ্ধি আত্মা তথা জীবাত্মার বিশেষ গুণ এ বিষয়ে সকল নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ই একমত।

এইভাবে মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত আত্মার লক্ষণের দ্বারা চৈতন্য বা জ্ঞান যে আত্মার ধর্ম তার একটি প্রাথমিক উপস্থাপনা সূচীত হল। এরপর মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্র গ্রন্থের বিভিন্ন সূত্রে এবং ভাষ্যকার বাৎসায়ন সূত্রগুলির ভাষ্যে চৈতন্যের স্বরূপ প্রতিপাদনে যেভাবে যুক্তি দিয়েছেন তা নিম্নোক্ত ভাবে উপস্থাপিত হল।

চৈতন্যে আত্মার গুণ প্রতিপাদন করতে গিযে মহর্ষি গৌতম ও ভাষ্যকার বাৎসায়ন, প্রথমে চৈতন্য যে ইন্দ্রিয়, অর্থ এবং মনের গুণ নয় তা প্রতিপাদন করেছেন। মহর্ষি তাঁর 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ১৮ সংখ্যক সূত্রে ইন্দ্রিয় এবং অর্থ যে চৈতন্য বা জ্ঞানের আধার নয় তা প্রতিপাদন করেছেন।

"নেন্দ্রিয়ার্থয়োস্তদ্বিনাশেহপি জ্ঞানাবস্থানাৎ। "-- ন্যায়সূত্র, ৩/২/১৮।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষের ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হলেও যখন, ইন্দ্রিয় এবং অর্থ উভয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় তখনও কিন্তু জ্ঞান (স্মৃতি) উৎপন্ন হয়। এই স্মৃতি জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়

তখন যেহেতু ইন্দ্রিয় এবং অর্থ উভয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে সেহেতু তারা কেউই জ্ঞানাধার হতে পারে না। যেমন, ধরাযাক, 'আমার একটি ঘটের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়েছে' কিন্তু পরক্ষণে আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং তৎকালস্থিত ঘট উভয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে, এমতাবস্থায় আমার ঘটটির স্মৃতি জ্ঞান হতে কিন্তু কোন বাধা নেই। উক্ত স্থলে বক্তব্য হল এই যে, যখন ঘটটির স্মৃতি জ্ঞান উৎপন্ন হল তখন যেহেতু অর্থ এবং ইন্দ্রিয় উভয়ই বিনাশ প্রাপ্ত সেহেতু এগুলি কোনটিই জ্ঞানাধার হতে পারে না। উক্ত একই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার বলেন,

"যুগপজ্ঞ-জ্ঞেয়ানুপলব্ধশ্চ ন মনসঃ।" – ন্যায়সূত্র, ৩/২/১৯।

অর্থাৎ যেহেতু যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ে উপলব্ধি হয় না সেহেতু মন জ্ঞানগুণাধার হতে পারে না। সূত্রটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যকার বলেন,

"যুগপজ্-জ্ঞেয়ানুপলব্ধিরন্তকরণং, ন তস্য গুণো জ্ঞানং।" [৫]

অর্থাৎ, যুগপৎ নানা জ্ঞানের বিষয়ের অনুপলব্ধি রূপ হেতুই হল মনের অনুমাপক। অর্থাৎ এই হেতুর দ্বারাই মনের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। সুতরাং যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধি প্রযুক্ত যে মন তা জ্ঞানগুণাধার হতে পারে না। কেননা, যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের

হওয়ায় অনুপলব্ধি প্রযুক্ত যে মন তা জ্ঞানগুণাধার হতে পারে না। কেননা, যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের অনুপলব্ধির কারণ হল অনুপরিমাণ মন। অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে মন করণ হয়, এবং মন অনুপরিমান হওয়ায় যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি হয় না। এবার যেহেতু মন জ্ঞনোৎপত্তির ক্ষেত্রে করণ হয় সেহেতু তা জ্ঞানের কর্তা হতে পারে না, অর্থাৎ জ্ঞান তার গুণ হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল, ইন্দ্রিয়, অর্থ এবং মন কোনটিই যদি জ্ঞানাধার না হয় তাহলে জ্ঞানের আশ্রয় কি? এই প্রশ্ন ভাষ্যকার তাঁর ভাষ্যে উল্লেখ করে সমাধানে বলেন–

"কসা তর্হি? জ্ঞস্য, বশিত্বাৎ। বশী জ্ঞাতা, বশাং করণং জ্ঞানগুণত্বে চ করণং ভাবিনিবৃত্তিঃ।"

অর্থাৎ, এই জ্ঞানগুণাধারটি কি? উত্তরে ভাষ্যকার বলেন, জ্ঞাতার, যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র। জ্ঞাতাই কেবল জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র, অর্থাৎ বশী। কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে জ্ঞানোৎপত্তির করণ পরতন্ত্র, অর্থাৎ বশ্য। উক্ত প্রেক্ষিতে মন যদি জ্ঞানশুণাধার হয় তাহলে তার করণস্বরূপত্বের হানি হয়। সুতরাং জ্ঞাতা বা আত্মাই কেবল জ্ঞানগুনাধার, মন ইত্যাদি নয়।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করেন যে আত্মাকে যদি জ্ঞানের আশ্রয় বলা হয়, তাহলে যুগপৎ নানা বিষয় জ্ঞানের উৎপত্তির প্রসঙ্গ দেখা দেয়। অর্থাৎ, আত্মা বিভূ দ্রব্য হওয়ায় প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তার যুগপৎ সংযোগ থাকে, ফলত এই সকল ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান যুগপৎ

আত্মায় উৎপন্ন হয়– এরূপ আপত্তি দেখা দেয়। মহর্ষি গৌতম এইরূপ আপত্তি নিবারনের জন্য তাঁর 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ২১ নং সূত্রে বলেন,

"ইন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসঃ সন্নিকর্ষাভাবাৎ তদনুৎপত্তিঃ । " - ন্যায়সূত্র, ৩/২/২১।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সন্নিকর্ষের অভাববশতঃ যুগপৎ নানা জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নয়। এর অর্থ হল যে, জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, তেমনই প্রয়োজন ক্রমানুসারে, ইন্দ্রিয়-মন সংযোগ এবং আত্ম-মনঃ সংযোগ। আত্মা বিভূ দ্রব্য হওয়ায় যুগপৎ একাধিক বাহ্যরিন্দ্রিয় এবং মনের সঙ্গে তার সংযোগ সম্ভব। কিন্তু মন অনুপরিমান হওয়ায় যুগপৎ একাধিক বাহ্যরিন্দ্রিয় এবং একাধিক আন্তর বিষয়ের সঙ্গে তার সংযোগ সম্ভব নয়। ফলত, আত্মাতে যুগপৎ নানা বিষয় জ্ঞানের উৎপত্তি হতে পারে না।

মহর্ষি পুনরায় পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করে বলেন, নিত্য আত্মার গুণ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের বিনাশ কারণের অনুপলব্ধিবশতঃ তার নিত্যত্বের প্রসঙ্গ দেখা দেয়। অর্থাৎ জ্ঞানের যদি কোন বিনাশ কারণ না থাকে এবং তদ্ধেতু তার স্থিতি হয়, তাহলে তাকে নিত্য বলে গন্য করতে হয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যকার বলেন,

"দ্বিবিধো হি গুণনাশহেতুঃ, গুণানামাশ্রয়াভাবো বিরোধী চ গুণঃ।
নিত্যত্বাদাত্মনোহনুপপন্নঃ পূর্ব্বঃ, বিরোধী চ বুদ্ধের্গুণো ন গৃহাতে,
তস্মাদাত্মগুণত্বে সতি বুদ্ধের্নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ।" [৮]

অর্থাৎ, গুণ নাশের বা বিনাশের কারণ বা হেতু দ্বিবিধ - প্রথমতঃ গুণাশ্রয়ের অভাব, দ্বিতীয়তঃ বিরোধী গুণ। বুদ্ধির আশ্রয় যে আত্মা সেই আত্মা নিত্য হওয়ায় তার অভাব সম্ভব নয়। অন্যদিকে বুদ্ধির বিরোধী গুণ গৃহীত হয় না। ফলত তা যেহেতু নিত্য আত্মার গুণ সেহেতু বুদ্ধিও নিত্য বলে আপত্তি হয়। এই আপত্তির উত্তরে মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ২৪ নং সংখ্যক সূত্রে বলেন,

"অনিত্যত্বগ্রহণাদ্ বুদ্ধের্বুদ্ধ্যন্তরাদ্বিনাশ : শব্দবৎ।" ন্যায়সূত্র, ৩/২/২৪।

অর্থাৎ বুদ্ধির বিনাশ বা অনিত্যতা যেহেতু সর্বজনস্বীকৃত সেহেতু কোন বুদ্ধি বা জ্ঞান তার পরবর্তী জ্ঞানের জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন, শব্দ। অর্থাৎ শব্দ যেমন তার পরবর্তী ক্ষণের শব্দের সৃষ্টি করেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় জ্ঞানও তেমনি তার পরবর্তী ক্ষণের জ্ঞান উৎপন্ন করেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যকার বলেন,

"অনিত্যা বুদ্ধিরিতি সর্ব্বশরীরিণাং প্রত্যাত্মবেদনীয়মতেৎ। গৃহ্যতে চ বুদ্ধিসন্তানস্তত্র
বুদ্ধের্বুদ্ধান্তরং বিরোধী গুণ ইত্যনুমীয়তে, যথা শব্দসন্তানে শব্দঃ শব্দান্তরবিরোধীতি" [৯]

অর্থাৎ বুদ্ধি যে অনিত্য, তা সকল ব্যক্তি নিজ আত্মাতে অনুভব করেন, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ আনোৎপত্তি এবং জ্ঞান বিনাশ বিষয়ে সচেতন। যেমন, 'আমি অমুক জিনিসটি জানলাম' বা 'আমি অমুক জিনিসটি জেনেছি' ইত্যাদি অনুভবগুলি ব্যক্তির

জ্ঞানের অনিত্যতা প্রতিপাদক অনুভব। সুতরাং জ্ঞান অনিত্য। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় যে, জ্ঞান যদি অনিত্য হয় তবে তা বিনাশের হেতু কি? উত্তরে ভাষ্যকার বলেন, "বুদ্ধির উৎপত্তির কারণের ন্যায় তাহার বিনাশের কারণও অবশ্য আছে। বুদ্ধিসন্তান অর্থাৎ ধারাবাহিক নানা জ্ঞানও জন্মে, ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং সেই নানা জ্ঞানের বিরোধী গুণ ইহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞানের উৎপত্তির স্থলে দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিরোধী গুণ, উহাই প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিনাশের কারণ।" [১০] এইভাবে সূত্রকার ও ভাষ্যকার জ্ঞানের অনিত্যতা প্রতিপাদন করেছেন।

ন্যায় মতে জ্ঞান অনিত্য, এখন প্রশ্ন ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান যদি তার পরবর্তী ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান জন্য বিনাশ্য হয়, তাহলে প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানকে দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিরোধী গুণ বলতে হবে এবং দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানকে তৃতীয় ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিরোধী গুণ বলতে হবে, কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে তো এই বিরোধীতা প্রতিভাত হয় না। আবার যদি প্রতিক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান তার পরোক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিরোধী গুণ হয় তাহলে, দুটি জ্ঞানের মধ্যে বিরোধীতার জায়গাটি কোথায়? একই ধারাবাহিক জ্ঞানের দুটি ভিন্ন ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান তাদের বিষয়াংশে বিরোধী হতে পারে না। কারন, দুটি জ্ঞানই একই বিষয়ক। অবশ্য কেউ উক্ত স্থলে বলতে পারেন যে, দুটি ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান দুটি বিষয়গত অভিন্ন হলেও কালগতএ গত তারা ভিন্ন। তাই একটি অপরটির বিরোধী। কিন্তু সমস্যা হল এই যে

কালতো, ন্যায় মতে, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, অনুমানলব্ধ। তাহলে, তা কিভাবে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হবে? এই সমস্যার সমাধান ন্যায় মতে স্পষ্ট নয়। তাৎপর্য হল এই যে, কাল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হওয়ায় তা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। তদ্ধেতু ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান তারা কালগত বিরোধী হতে পারে না। তাই একটি জ্ঞান তার পরবর্তী ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিরোধী গুণ হতে পারে না এবং পরবর্তী ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান জন্য বিনাশ্য হতে পারে না।

ন্যায় মতে জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য এবং দ্বিক্ষণস্থায়ী। অর্থাৎ জীবাত্মার জ্ঞান প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়ে দ্বিতীয় ক্ষণে কিছু একটা (ন্যায় মতে জ্ঞান) উৎপন্ন করে তৃতীয় ক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। একই ভাবে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন অনুভব দ্বিতীয় ক্ষণে কিছু একটা উৎপন্ন করে তৃতীয় ক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এখন প্রশ্ন হল যে, প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন অনুভবটি বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে কি উৎপন্ন করে? ন্যায় মত অনুসরণ করে বলা যায় যে, অনুভবটি ধ্বংস হওয়ার পূর্বে ভাবনা নামক একটি সংস্কার উৎপন্ন করে যায়, যা স্মৃতি জ্ঞানের হেতু। কেননা 'তর্কভাষা' গ্রন্থে ভাবনা নামক সংস্কারের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

"ভাবনাখ্যস্ত সংস্কার আত্মমাত্রবৃত্তিরনুভবজন্যঃ স্মৃতি হেতু" [১১]

অর্থাৎ এর ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, 'ভাবনা হল অনুপেক্ষাত্মক জ্ঞানজন্য সংস্কার। যে বস্তু যে প্রকারে অনুভূত হয়, কালান্তরে সেই প্রকারে তার স্মরণ হয়। জ্ঞান দ্বিক্ষণমাত্র স্থায়ী হওয়ায় পূর্বানুভব তৎকালে বিনষ্ট হয়ে যায় বলে এমন একটি দীর্ঘকাল স্থায়ী গুণ আত্মাতে স্বীকার করতে হয় যাতে বহুকাল পরেও সেই পূর্বানুভূত বস্তুর স্মরণ হতে পারে। আর এই দীর্ঘস্থায়ী কল্পিত গুণটি হল ভাবনা নামক সংস্কার' ।[১২]

ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন বিষয়টি হল স্মৃতি জ্ঞানের হেতু ভাবনা নামক সংস্কার। প্রশ্ন হল যে, তৃতীয় ক্ষণে অথবা অন্তিম ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানটি তাহলে স্মৃতিই হবে, কারণ 'অনুভবের দ্বারা প্রথম যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, ঐ সংস্কারে দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন হলে পর ঐ স্মৃতিই সংস্কারকে বিনষ্ট করে।" [১৩] অর্থাৎ ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ অনুভব সম্ভবই হবে না, - যা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং ন্যায় শাস্ত্রের বিরোধী সিদ্ধান্ত।

এভাবে দেখানো যায় যে, ন্যায় মতে জীবাত্মার জ্ঞানের অনিত্যতা প্রতিপাদক যুক্তি গুলি এমন কিছু জোরালো সমস্যার সম্মুখীন হয় যে গুলির উত্তর আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাই জ্ঞানের নিত্যতা স্বীকার করাই একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়, যা অদ্বৈত বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত গুলির মধ্যে অন্যতম। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে জ্ঞান আত্মার বা ব্রহ্মের স্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মস্বরূপ ('জীবো ব্রহ্মৈব, নাপরঃ')। সুতরাং জীবাত্মাও জ্ঞানস্বরূপ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বাদরায়ণ ব্যাসদেব তাঁর ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১৮ নং সূত্রে অর্থাৎ 'জ্ঞাধিকরণম্' নামক অধিকরণে এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্য উক্ত সূত্রের ভাষ্যে, বিভিন্ন মতবাদ খন্ডন করে জীবের জ্ঞানস্বরূপতা প্রতিপাদন করেছেন।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য তার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে পূর্বপক্ষ হিসাবে ন্যায়-বৈশেষিকাদি দর্শনের উল্লেখ করেছেন। শঙ্করাচার্য্য তার ভাষ্যে পূর্বপক্ষ উপস্থাপনায় বলেন, আত্মার চৈতন্য গুণটি আগন্তুক ধর্ম যেহেতু তা আত্মমনঃ সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন হয়। এবং আত্মা যদি নিত্য জ্ঞানবান হতেন তাহলে সুষুপ্ত, মুচ্ছিত এবং গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তিরও জ্ঞান হত। কিন্তু প্রকৃতস্থলে তা হয় না। কারণ, তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে 'আমি কিছু জানিনা' -এইরূপ অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে। এবং স্বাভাবিক হলে সে আবার জ্ঞানবান রূপে বিরাজ করে। এইরূপে সে যেহেতু কদাচিৎ জ্ঞানবান রূপে বিরাজিত হয় সেহেতু চৈতন্য তার আগন্তুক গুণ, অর্থাৎ জীব নিত্য জ্ঞানস্বরূপ নয়। এরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে মহর্ষি বাদরায়ণ বলেন,

"জ্ঞোহতএব।" -ব্রহ্মসূত্র, ২/৩/১৮।

অর্থাৎ জীব হলেন 'জ্ঞঃ' অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতিস্বরূপ যেহেতু তার উৎপত্তি সম্ভব নয়। তাৎপর্য হল এই যে, উপনিষদীয় বাক্যে আত্মার জ্ঞানস্বরূপতা প্রতিপাদিত হয়েছে। যেমন, "কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব" (বৃঃ ৪/৫/১৩), "আত্মা এব অস্য জ্যোতিঃ" (বৃঃ ৪/৩/৬) ইত্যাদি এবং জীব যেহেতু ব্রহ্মাভিন্ন সেহেতু অনুৎপন্ন জীব স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপই হবেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য উক্ত সুত্রের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে বলেন-

"জ্ঞঃ নিত্যচৈতন্যঃ অয়ম্ আত্মা, 'অতএব' যস্মাদেব ন উৎপদ্যতে। পরম্ এব ব্রহ্ম অবিকৃতম্ উপাধিসম্পার্কাৎজীব-ভাবেন অবতিষ্ঠতে" ।

অর্থাৎ জীব হলেন 'জ্ঞঃ' বা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, যেহেতু ইহা অনুৎপন্ন। কেননা, পরমরহ্মই উপাধি সম্পর্কিত হয়ে জীব রূপে প্রতিভাত হন। যেহেতু ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ যা বিভিন্ন উপনিষদ্ বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হয়, যেমন "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ ৩/৯/২৮।), "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ২/১।) ইত্যাদি, এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সিদ্ধান্তী " তত্ত্বমসি "(ছান্দোঃ, ৬/৮/৭) ইত্যাদি উপনিষদ্ বাক্য ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতিপাদন করেছেন। সুতরাং পরমব্রহ্মের ন্যায় জীবও নিত্য জ্ঞানস্বরূপই হবেন। ইহাই অদ্বৈত বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত।

প্রশ্ন হল জীব যদি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ হন তাহলে ব্যক্তিভেদে এত অজ্ঞতার ভাব থাকে কেন? কেনই বা মনে হয় 'আমি আমুক জিনিসটি জানিনা' আবার ব্যক্তিভেদে জ্ঞানের এত বৈচিত্র কেন? এর উত্তরে অদ্বৈত বৈদান্তিক অভিমত অবলম্বন করে বলা যায় যে, 'জীব জ্ঞানস্বরূপ' এই বক্তব্যে যে 'জ্ঞান' বোধিত হয়েছে সেই জ্ঞান এবং 'আমার ঘটজ্ঞান আছে' এই বক্তব্যে বোধিত যে 'জ্ঞান', সেগুলি একই বা অভিন্ন নয়। যখন বলা হয় 'জীব জ্ঞানস্বরূপ' তখন তার দ্বারা বোধিত যে জ্ঞান তা 'কোন জ্ঞান প্রক্রিয়া নয়, একে জ্ঞান-তত্ত্ব বলা যেতে পারে। জ্ঞান প্রক্রিয়া শঙ্কর দর্শনে বৃত্তিজ্ঞান নামে পরিচিতি" ।[১৫] ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান প্রভৃতি হল বৃত্তিজ্ঞান। ব্যবহারিক জীবের ব্যবহারিক জ্ঞান হল এই বৃত্তিজ্ঞান। ব্যবহারিক জীবের ব্যবহারিক জ্ঞান কেন বৈচিত্রপূর্ণ হয় এবং কেনই বা ব্যক্তি ভেদে অজ্ঞতার ভাব দেখা দেয় তা বোঝার জন্য বৃত্তিজ্ঞানের উৎপত্তি প্রক্রিয়া জানা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'বেদান্ত পরিভাষা গ্রন্থে জীবের লক্ষণে বলা হয়েছে,

"তর জীবো নাম অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নং চৈতনাং, তৎসাক্ষী তু অন্তঃকরণোপহিতং চৈতন্যম্" ।[১৬]

অর্থাৎ, জীব হল অন্তঃকরণ অবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং জীবসাক্ষী হল অন্তঃকরণ উপহিত চৈতন্য। এবার এই জীবের ইন্দ্রিয় যখন বিষয় সন্নিকৃষ্ট হয় তখন অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় পথে বহির্গত হয়ে যে বিষয়াকার ধারণ করে, তাকে বলা হয় অন্তঃকরণবৃত্তি। যখন সাক্ষীচৈতন্য ভাষ্য হয় তখনই বৃত্তি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং ব্যক্তিভেদে ব্যবহারিক জীবের বৃত্তিজ্ঞানের বৈচিত্রের মূল হল এই অন্তঃকরণবৃত্তি। যে বিষয়ে অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হয়নি সেই বিষয়ে বৃত্তিজ্ঞান উৎপন্ন হবে না, ফলতঃ সেই বিয়ে অজ্ঞতার ভাব দেখা দেবে।

ধারাবাহিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নৈয়ায়িকগন জ্ঞানের অনিত্যতা প্রতিপাদক যুক্তিটির ক্ষেত্রে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই ধারাবাহিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা অদ্বৈতবৈদান্তিক কিভাবে নিয়েছেন। 'বেদান্ত পরিভাষা' গ্রন্থে ধারাবাহিক জ্ঞানের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

"..ধারাবাহিক-বুদ্ধিস্থলে ন জ্ঞানভেদঃ; কিন্তু যাবদ্ ঘটস্ফুরণম্, তাবদ্ ঘটাকারান্তঃকরণ- বৃত্তিরেকৈব, ন তু নানা, বৃত্তে স্ববিরোধিবৃত্ত্যুৎপত্তি-পর্য্যন্তং স্থায়িত্বাভ্যুপগমাৎ । তথা চ তত্র তৎপ্রতিফলিত-চৈতন্য-রূপং ঘটাদি জ্ঞানমণি তত্র তাবৎ-কালীনমেকমের. . . . . " ।[১৭]

অর্থাৎ অদ্বৈতবেদান্ত মতে ধারাবাহিক জ্ঞান স্থলে প্রতিক্ষণে নানা প্রকার জ্ঞানের ভেদ হয় না। অর্থাৎ প্রতিক্ষণে নানা প্রকার অন্তঃকরণবৃত্তির উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হচ্ছে না। যখন ঘট আমার নিকট প্রকাশিত হচ্ছে তখন আমার যে ঘটাকার অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হচ্ছে তা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থিতিলাভ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন বিরোধী অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হচ্ছে। অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে একই অন্তঃকরনবৃত্তিজন্য একই জ্ঞানই উৎপন্ন হয়, প্রতিক্ষণে নানা প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

সুতরা সিদ্ধান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে, জ্ঞানকে নিত্য বললে এবং জীব নিত্যজ্ঞানস্বরূপ হলে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যাখ্যায় আর কোন অসুবিধা থাকে না। প্রসঙ্গেক্রমে চার্বাক মতের সমালোচনায়, অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, যে কোনও শব্দ-ব্যবহারই বস্তুর যথার্থ জ্ঞাপক হলে, যে কোনও লোকের 'আত্মা' তার বন্ধু কিংবা আত্মীয়ের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়ে। প্রত্যেকেরই নিজের ও অপরের অভিন্ন আত্মসত্তার প্রত্যভিজ্ঞা হয়। এই প্রত্যভিজ্ঞায় প্রমানিত হয়, দেহ আত্মা হতে পারে না।

যোগাচার আত্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদী বলেন, পরস্পর অসংশ্লিষ্ট ক্ষনিক জ্ঞানের প্রবাহরূপ আত্মাও ক্ষনিক। আত্মা ক্ষনিক হলে, স্মৃতিজ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ফলে ক্ষনিক জ্ঞানের প্রবাহের অতিরিক্ত আত্মা প্রমানিত হয়।

নৈয়ায়িকদের সমালোচনায় অদ্বৈতবাদী বলেন, জড়স্বভাব আত্মা অজড় জ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে না।

এইভাবে বিভিন্ন দর্শনের আত্মতত্ত্ব নিরাসের পর, অদ্বৈতবাদী স্বীয় আত্মতত্ত্ব স্থাপন করেন। তাঁরা ভাবাত্মক বিষয়ীরূপে প্রতিভাত মনোজাগতিক বিচিত্র ও বিশেষ ব্যাপার বিশ্লেষণ করেন। মনোজগতে যা অবিরুদ্ধভাবে অনুবর্তমান, তাই আত্মা। এই আত্মা-অদ্বয়, নির্বিশেষ ও নিত্যবর্তমান। ভাবাত্মক বিষয়ীরূপে প্রতিভাত সকল ব্যাপারের মধ্য দিয়ে যা সৎ রূপে প্রকাশমান, তাই আত্মা। বাহ্য ও অন্তের, সকল বিশেষ বিষয়েই 'সত্তা' ও চৈতন্য অনু বর্তমান। চৈতন্য বা জ্ঞানের সংস্পর্শে এসেই, বিশেষ ব্যাপার বা বস্তু ভাবরূপে প্রতিভাত হয়। সত্তা ও চৈতন্য, অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংশ্লিষ্টরূপে বর্তমান। তাই সত্তা ও চৈতন্য অভিন্ন। আত্মা সৎ ও চৈতন্যস্বরূপ। আত্মা সৎ ও চৈতন্যস্বরূপ না হলে তার আরোপিত ব্যাপার গুলির ভাবরূপে-প্রতিভাস সম্ভব হতো না। চৈতন্য স্বরূপ সত্তাই ভাবরূপ প্রতিভাসের প্রযোজক। সৎ ও চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই ভাবরূপে প্রতিভাসের প্রযোজক।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ ন্যায়দর্শন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৬।

২. ফণিভূষণ তর্কবাগীশন্যায়, ন্যায় পরিচয়, পৃ. ১৮৪।

৩. শ্রী গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, তর্কভাষা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ০৭।

৪. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩১।

৫. পূর্ববৎ, পৃ. ২৩৩।

৬. পূর্ববৎ, পৃ. ২৩৩।

৭. ন্যায়সূত্র, ৩/২/২৩

৮. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায়দর্শন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪১।

৯. পূর্ববৎ, পৃ. ২৪৩।

১০. পূর্ববৎ, পৃ. ২৪৩।

১১. শ্রী গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য; তর্কভাষা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২১।

১২. পূর্ববৎ, পৃ. ৩২৪-৩২৫।

১৩. শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, তর্কসংগ্রহ, পৃ. ২৭৫।

১৪. স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, বেদান্তদর্শনম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৫ ।

১৫. ড. নীরদবরণ চক্রবর্তী, ভারতীয় দর্শন, পৃ. ৩৪৯।

১৬. শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, বেদান্ত পরিভাষা, পৃ. ৭৬-৭৭।

১৭. পূর্ববৎ, পৃ. ১১-১২

১৮. ডঃ দেবব্রত সেন, ভারতীয় দর্শন।